

সালামের আদব

১. সালাম শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি নাম এবং জান্নাতের একটি নাম। শব্দটির অর্থ নিরাপত্তা (Wellbeing)। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে শান্তি। কাউকে সালাম দেয়া মানে তাকে আল্লাহর তরফ থেকে অভিবাদন জানানো।

২. সালামের ব্যাপারে হাদীসে যে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে 'ইফশা-উস-সালাম' যার অর্থ সালামের প্রথাকে ছড়িয়ে দেয়া। সালাম বিনিময়কে একটি সামাজিক অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

৩. যথেষ্ট জোরে সালাম দিতে হবে যেন যাকে সালাম দেয়া হচ্ছে সে যেন ঠিকভাবে শুনতে পায়। কাউকে সালাম দিলে সে যদি প্রথমবারে শুনতে না পায় তবে তাকে আবার স্পষ্টভাবে সালাম দিতে হবে; 'আপনাকে সালাম দিয়েছি' এ কথা বলা যাবে না।

৪. সালাম দেয়া মুস্তাহাব কিন্তু কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদেরকে আদেশ করেছেন কেউ সালাম দিলে তার চেয়ে ভালোভাবে তাকে সালামের উত্তর দেয়ার জন্যে; অথবা সে যতটুকু সালাম দিয়েছে কমপক্ষে ততটুকু সালামের উত্তর হিসেবে দেয়ার জন্যে।

৫. রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস অনুযায়ী আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে ঢুকতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না আর আমরা ঈমান আনতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা একে অপরকে ভালবাসবো। আর আমাদের একে অপরের মধ্যে ভালবাসা তৈরি করার একটি উপায় হচ্ছে সালামের প্রসার ঘটানো।

৬. সালামের পুর্ণরূপ হচ্ছে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ'। এর বেশি যা শুনতে পাওয়া যায় তার সবই দুর্বল হাদীস থেকে পাওয়া।

৭. যে আগে সালাম দেয় আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। শুধু পরিচিতদের নয়, অপরিচিত মুসলিমদেরও সালাম দেয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

৮. কোন বাহনের উপর চড়া ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তিকে আগে সালাম দিবে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে আগে সালাম দিবে, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে আগে সালাম দিবে এবং বয়সে ছোট ব্যক্তি বড় ব্যক্তিকে আগে সালাম দিবে।

৯. অমুসলিমদেরকে সালাম দেয়া যাবে না, তবে অন্যভাবে অভিবাদন জানানো উচিত।

১০. কেউ তৃতীয় কোন ব্যক্তির সালাম পৌঁছে দিলে যে ব্যক্তি সালাম জানিয়েছে এবং যে ব্যক্তি সালাম পৌঁছে দিয়েছে উভয়কেই সালাম জানানো উচিত।